গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি.

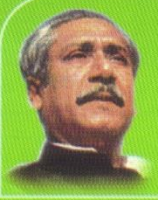

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে কর্পোরেশন জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ এ দিনটি পালন করে। এ উপলক্ষে কর্পোরেশনের সদর দফতর বর্ণিল আলোকসজ্জায় সাজানো হয়।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার জাতির জনক এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিএইচবিএফসি'র শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। এদিন প্রত্যুষে প্রথমে তিনি ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধানিবেদন করেন। এরপর বেলা দশটার দিকে তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতায় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ–যথাক্রমে ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মো. আমিন উদ্দিন ও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান; সদর দফতরের সকল বিভাগীয় প্রধান এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সাভার ও নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকাস্থ সকল জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও শ্রদ্ধানিবেদন অনুষ্ঠানে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ এবং কর্মচারী ইউনিয়ন বিএইচবিএফসি শাখাও জাতির জনক ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

কর্পোরেশনের স্টলে উপবিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে) ও জোনাল অফিস জোন-২ ও ৪এর ব্যবস্থাপকবৃন্দ

গৃহায়ণ ও নির্মাণ প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে বিএইচবিএফসি

গত ৫ অক্টোবর ঢাকার কল্যানপুরস্থ হাউজিং এ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই) প্রাঙ্গণে গৃহায়ণ ও নির্মাণ প্রযুক্তি সংক্রান্ত এক প্রদর্শনী শুরু হয়। বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৫ উপলক্ষে এইচবিআরআই এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গৃহায়ণ খাতে সরকারী পর্যায়ে ঋণ সহায়তা প্রদানকারী বিশেষায়িত একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিএইচবিএফসি ছয় দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। গৃহায়ণে ঋণ প্রদানকারী একমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রদর্শনীতে কর্পোরেশনের স্টলটি দর্শনার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার গত ৮ অক্টোবর প্রদর্শনীতে বিএইচবিএফসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সেখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন এবং দর্শনার্থীসহ প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট এইচবিআরআই-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বিশ্ব বসতি দিবসে এ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঋণ আদায় সপ্তাহ পালন

গত ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর বিএইচবিএফসি বকেয়া 'ঋণ আদায় সপ্তাহ ২০১৫' পালন করে। কর্পোরেশনের ঋণের বকেয়া আদায়ে নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে খেলাপী গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের এ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশেষত: শ্রেণীকৃত ঋণের বকেয়া আদায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর আদায় বিভাগ গড়ে প্রতি তিন মাসে একবার সপ্তাহব্যাপী আদায় সপ্তাহ পালন করে। এ সময় সদর দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে মাঠপর্যায়ের অফিস পরিদর্শন ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য টিম প্রেরণ করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপকগণ আদায় সপ্তাহে গঠিত টিমসমূহের কর্মকান্ড মনিটর ও পারফর্মেন্স মূল্যায়ন করে থাকেন।

ডিসেম্বর ২০১৫ মাসের ৩ তারিখ অনুষ্ঠিত বিশেষ মাসিক সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে উদ্‌যাপিত আদায় সপ্তাহের অর্জন মূল্যায়ন করেন। এসময় তিনি আদায় সপ্তাহের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি শ্রেণীকৃত ঋণ শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, আদায় সপ্তাহে মোট ২৫.৮৫ কোটি টাকার খেলাপী ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি আদায়ের পাশাপাশি ৯.৮২ কোটি টাকা নগদে আদায় করা সম্ভব হয়। আদায়কৃত এ অর্থের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১.২০ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত: ২০১১ সাল থেকে শ্রেণীকৃত ঋণের খেলাপী অর্থ আদায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে বিশেষ আদায় কর্মসূচী গ্রহণের ফলে চার বছরের ব্যবধানে এ ঋণের হার ১৪.০৪ থেকে ৫.৯২ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

নতুন মহাব্যবস্থাপকের যোগদান

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

গত ১৩ ডিসেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-কে বিএইচবিএফসি'র মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদায়ন করে। সম্প্রতি এ পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনাব মান্নান গত ১৪ ডিসেম্বর কর্পোরেশনে কাজে যোগদান করেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সর্বশেষ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

শিক্ষাজীবনে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি'র মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদে যোগ দেন। বত্রিশ বছরের কর্মকালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্পোরেট শাখার প্রধান, অঞ্চল প্রধানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাসহ ব্যাংকিং বিষয়ে তাঁর নানাবিধ প্রশিক্ষণ রয়েছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

গ্রামীণ আবাসন প্রকল্প : আমার একটি স্বপ্ন

– ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার

ব্যাংকিং পেশায় দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করে ২০১১ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে যোগদান করি। যোগদানের পর দ্রুত প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে যথাযোগ্য সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করি। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ও সংস্কার কার্যক্রমের ফলে সর্বক্ষেত্রে বিএইচবিএফসি'র উন্নয়ন অগ্রযাত্রা নতুন গতি লাভ করে।

গত চার বছরে কর্পোরেশনের গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ঋণের আবেদনপত্র দ্রুততার সাথে নিস্পত্তি করা হচ্ছে। গ্রাহক হয়রানি বন্ধে কর্পোরেশনের প্রতিটি অফিসে One-Stop-Service Center ও Help-Desk চালু করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় কর্পোরেশনের মাঠপর্যায়ের অফিস পর্যন্ত কম্পিউটারাইজেশন ও Electronic Database System গড়ে তোলা হয়েছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, সেবা ও পণ্য জনগণের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষে দেশের প্রতিটি জেলায় অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল এবং সিরাজগঞ্জে নতুন অফিস খোলা হয়েছে। কর্মীদের পেশাদারিত্বের মানোন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'সহ নানাবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম শুরু থেকেই প্রধানতঃ রাজধানী, বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। মফস্বল ও পল্লী এলাকার মানুষের জন্য গৃহঋণের সুবিধা ছিল অতি সামান্য। বিএইচবিএফসি'র ঋণ সেবা গ্রামমুখী করার লক্ষে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে চার বছরে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণের অনুপাত ৭৪:২৬ থেকে ৫২:৪৮-এ উন্নীত হয়।

গোপালগঞ্জে কর্পোরেশনের অফিস উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ' স্বল্প সুদে গ্রামীণ এলাকায় (গৃহ) ঋণ' প্রদানের নির্দেশ দেন । তারিখ ঃ ১৯ জানুয়ারি ২০১৩ খ্রি.

গ্রামীণ জনপদে ভূমিসাশ্রয়ী উর্ধ্বমুখী কমিউনিটি আবাসন গড়েতোলা আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি স্বপ্ন। সম্প্রতি আইডিবি কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ সহায়তার জন্য গৃহীত Rural Housing Project of Bangladesh-প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম।

কর্পোরেশনে যোগদানের পর ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, জার্মান ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত Affordable Housing ও Housing Finance বিষয়ক বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদানের সুযোগ হয়। এসব সেমিনার থেকে লব্ধ জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের জন্য ব্যয় ও ভূমি-সাশ্রয়ী কমিউনিটি আবাসনের একটি মডেল প্রণয়নের চিন্তা করি। এর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 'স্বল্প সুদে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ' প্রদানের নির্দেশনা পাথেয় হিসেবে যুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি গোপালগঞ্জে কর্পোরেশনের রিজিওনাল অফিস উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পরামর্শ দেন।

গোপালগঞ্জের অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্ভাবনী ধারণা প্রকল্প তৈরীতে আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম - আবাসনের প্রয়োজন পূরণ এবং কৃষি জমি রক্ষার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে ।

২০১২ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের হাউজিং কনসালটেন্ট এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে আমার মতবিনিময় হয়। এ সময় বাংলাদেশের স্বল্প-আয়ের মানুষের জন্য সরকারের নানা আয়বর্ধন কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বব্যাংকের ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করি।

সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বরাবর বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তাও পেয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সামর্থ ও সার্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) তৈরী করা হয়। অতঃপর প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক বা আইএফসি কর্তৃক প্রকল্পটিতে অর্থায়ন কার্যক্রম বেশিদূর এগোয়নি ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আমার চিন্তা ও উদ্যোগ থেমে থাকেনি। এ সময় সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের তৎকালীন সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম-এর পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পটি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি কিছুটা সংশোধন করে এডিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন উপযোগী করা হয়। সেমতে প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট একটি পাইলট প্যাকেজ জমা দেয়া হয়। এ প্রকল্প মতে প্রথমে দেশের ২২টি উপজেলায় প্রতিটি ৪-তলা বিশিষ্ট ৩৭৫টি ভবনে স্বল্প আয়তনের মোট ৩০০০টি হাউজিং ইউনিট নির্মাণের রূপরেখা তুলে ধরে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক যাচাই বাছাইয়ের পর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে 'বাংলাদেশে গ্রামীণ গৃহায়ণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা' প্রকল্প নামে একটি বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রস্তাব হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় (প্রকাশিত গেজেটে প্রকল্প নম্বর ১৪১)।

এডিপি-তে প্রকল্পটি তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং কর্পোরেশনের মধ্যে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম. আসলাম আলম সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় সচিব মহোদয়কে চেয়ারম্যান করে প্রকল্পটির 'পলিসি নির্ধারণ' এবং আমাকে সভাপতি করে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে পৃথক দুটি কমিটি গঠন করা হয়।

ভারতের নয়াদিল্লীতে এশিয়া-প্যাসিফিক ইউনিয়ন ফর হাউজিং ফাইনান্স (APUHF)-এর সম্মেলনে গৃহায়ণ ও গৃহঋণ বিষয়ক সভার একটি দৃশ্য

প্রকল্পটি পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের লক্ষে এর অনুকূলে মোট ৩৭৩.০২ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রকল্পটিতে অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাবও প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি দেশীয় অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হতে পারে এ আশংকা থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ দূরদর্শী বিকল্প চিন্তা করে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)-এ প্রেরণ করে। ইআরডি বিগত ৫ মে, ২০১৫ তারিখ এটিতে অর্থ সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)-এ প্রেরণ করে।

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) Member Country Partnership Strategy (MCPS)-এর আওতায় আইডিবির একটি মিশন গত ১৮ থেকে ২১ অক্টোবর, ২০১৫ বাংলাদেশ সফর করে। উক্ত মিশন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ১৬৯৭.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মোট ১৫টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 'স্বল্পসুদে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ' প্রদানের নির্দেশনা পাথেয় হিসেবে যুক্ত হয়।

নিম্ন -মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম– আবাসনের প্রয়োজন পূরণ এবং কৃষি জমি রক্ষার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পটির গুরুত্ব এবং ধারণা IDB'র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত করে।

প্রকল্প প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষে তা অনুমোদনের জন্য গৃহীত হয়। বিএইচবিএফসি'র Rural Housing Project of Bangladesh প্রকল্পটি এর অন্যতম। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটির জন্য ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়।

প্রকল্পটির গুরুত্ব এবং ধারণা IDB'র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত করে।

এ পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা এবং আইডিবি'র অর্থায়ন অনুমোদনের শর্ত হিসেবে প্রকল্পটির প্রাক-সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পটির প্রাক-সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৬টি উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বহুতল কমিউনিটি আবাসন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসেবে দেশ গঠনে স্বকীয় সফল প্রচেষ্টার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এ প্রকল্পে একজন গ্রহীতা বার্ষিক মাত্র ৬ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার গৃহঋণ পাবেন। প্রতি ১ লক্ষ টাকার ঋণের বিপরীতে গ্রহীতাকে মাসিক ৭১৭ টাকার কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ প্রতি একজন গ্রহীতার ইকুইটি হবে ঋণের ২০ শতাংশ। এক বছরের গ্রেস-পিরিয়ড ছাড়াও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে ২০ বছর। এ প্রকল্পের একজন গ্রহীতা ৫৬০ থেকে ৬৭০ বর্গফুটের একটি ইউনিটের বিপরীতে এ ঋণ পাবেন। প্রকল্পের আঙ্গিনায় দুগ্ধ ও হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে তোলার সুযোগ থাকবে। পল্লী এলাকার নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক প্রাথমিকভাবে এ ঋণের জন্য যোগ্য হবেন। ঋণ প্রার্থীর একক বা যৌথনামে একখন্ড নিষ্কন্টক জমি থাকতে হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) সূচকে বিএইচবিএফসি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আন্তর্জাতিক হাউজিং বিশেষজ্ঞদের মতে, 'Housing : An Engine for Inclusive growth'। প্রকল্পটির মাধ্যমে চাষযোগ্য ভূমি রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখা, পরিবেশ উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এর ফলে ঢাকা শহরে বাড়তি মানুষের চাপ কমবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় পরিকল্পিত আবাসনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি, পরিবেশ ও জীবনমানের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হবে বলেও আমার বিশ্বাস।

বিএইচবিএফসি-তে কর্মকালীন নিরলস পরিশ্রম এবং Innovative চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে প্রতিষ্ঠানটিতে সার্বিক উন্নয়ন সূচিত হয়েছে। সেবার মান বৃদ্ধি, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, সরকারের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পের ফলে কর্পোরেশনের সুনাম ও খ্যাতি দেশ-বিদেশে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিধিবদ্ধ নৈমিত্তিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য বিশেষকিছু করার মহতী উদ্যোগ ছিল বলেই Rural Housing Project of Bangladesh-এর মতো একটি দৃশ্যমান কর্মসূচী বাস্তবায়নের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এ স্বপ্ন সফল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহ, পরামর্শ এবং নানাবিধ টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে হলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক। এখনই সময় পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশেও হাউজিংকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা। এর ফলে আবাসন খাতের চাহিদা যেমন পূরণ হবে তেমনি দেশও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে ।

■ লেখক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৬টি উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বহুতল কমিউনিটি আবাসন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে।

**সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার গৃহঋণ।
সুদের হার বার্ষিক ৬ শতাংশ।
মেয়াদ ঃ ২০ বছর।
প্রতি ১ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাসিক কিস্তি ৭১৭ টাকা।**

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) সূচকে বিএইচবিএফসি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

এখনই সময় পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশেও হাউজিংকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা।

কর্পোরেশনের পর্ষদ সভাকক্ষে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে প্রকল্প সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

গুনিজন সংবর্ধনা সভায় পর্ষদ চেয়ারম্যান

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও নেতৃবৃন্দের সাথে পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)

গত ১২ অক্টোবর ঢাকাস্থ পাবলিক লাইব্রেরীর শওকত ওসমান মিলনায়তনে খুলনা বিভাগীয় সমিতি, ঢাকার আয়োজনে এক আলোচনা সভা, গুনিজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঃ খুলনা বিভাগের উন্নয়নের উপর ও ট্যুরিজম বিকাশে সুন্দবনের গুরুত্ব। খুলনা বিভাগের কৃতিসন্তান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান শ্রী বীরেন শিকদার, নারায়ন চন্দ্র চন্দ এবং ইসমত আরা সাদেক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যাংকার ও খুলনা বিভাগের কৃতিসন্তান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্ঠানে খুলনা বিভাগের গুনিজনদের সংবর্ধনা দেয়া হয়।

বিএইচবিএফসি এমডি'র সম্মাননা অর্জন

অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের হাত থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান থেকে তৃতীয়)

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উপলক্ষে অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা প্রতিষ্ঠানটির সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে। গত ১৬ ডিসেম্বর, ক্লাবের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের মোট ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা-সদস্যকে এ সম্মাননা দেয়া হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার-এ সম্মাননায় ভূষিত হন। অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক আবু আলম মো. শহিদ খান ড. তালুকদারের হাতে এ ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গসহ অফিসার্স ক্লাবের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০১৫ পঞ্জিকাবর্ষ ঃ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

সহায়তা	৫০০ কোটি টাকার সরকারি ঋণের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি
সুসংবাদ	আইডিবি-তে কর্পোরেশনের 'পল্লী গৃহায়ণ প্রকল্প' অনুমোদন
সমঝোতা	সরকারের সাথে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষর
পর্ষদ সভা	বছরে মোট ১৬ টি সভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
প্রচলন	মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের রীতি প্রবর্তন
সংযোজন	৪১৩-তম পর্ষদ সভায় 'ঋণ আদায় নীতিমালা' অনুমোদন
মাসিক বিশেষ সভা	১২টি মাসিক বিশেষ সভায় জোরদার মনিটরিং
মানবতা	৪টি জেলার শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
প্রশিক্ষণ	২৪ টি কোর্সের মাধ্যমে ১৩৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান
বিশেষ প্রাপ্তি	১ জিএম'র ডিএমডি পদে পদোন্নতি। ৪ নতুন জিএম'র যোগদান
পদোন্নতি	৫ জনের ডিজিএম ও ৫ জনের এজিএম পদে পদোন্নতি
উন্নতি	রাজশাহীতে নিজস্ব অফিস ভবনের নির্মাণকাজ শুরু
বিদায়	১৮ জন কর্মকর্তা ও ৭ জন কর্মচারীর পিআরএল-এ গমন
বিয়োগ	৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অকাল মৃত্যু

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

বিদায়

কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) এ এফ এম জহিরুল ইসলাম গত ২৬ নভেম্বর অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) এ গমন করেছেন। বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের অধিকারী এএফএম জহিরুল ইসলাম গত ৮ জুন জিএম পদে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, উপ-মহাব্যবস্থাপক পদেও তিনি বিএইচবিএফসি-তে কর্মরত ছিলেন।

এএফএম জহিরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণের পর প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯৫সালে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে কর্পোরেশনে যোগদান করেন। বিএইচবিএফসি-তে তিনি বিভিন্ন জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

এএফএম জহিরুল ইসলাম একজন প্রতিথযশা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠক হিসেবে সুপরিচিত। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনের তিনি একজন তালিকাভুক্ত নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানের অফিসার ক্যল্যাণ সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধার মধ্যদিয়ে এএফএম জহিরুল ইসলামকে বিদায় জানান।

এ প্রান্তিকে অবসরোত্তর ছুটিতে গমনকারী কর্মকর্তা

মিসেস শাহীনারা বেগম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
জোনাল অফিস, খুলনা
সর্বশেষ কর্মদিবস ঃ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি.

বিএইচবিএফসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিএসটিডি'র সভা

গত ২৭ নভেম্বর বিএইচবিএফসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)'এর আয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ সচিব, পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান এবং বিএসটিডি'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. সা'দত হুসাইন এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএসটিডি'র যুগ্ম-মহাপরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজকের দায়িত্ব পালন করেন। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএসটিডি'র সহ-সভাপতি এম জানিবুল হকসহ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ কর্তকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, দেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম বিএইচবিএফসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, রিজিওনাল অফিস, সিরাজগঞ্জ-এ কর্মরত সিনিয়র অফিসার মো. শাহজাদা হুসাইন গত ১১ ডিসেম্বর শুক্রবার ভোর ৪ টায় সিরাজগঞ্জে নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মো. শাহজাদা হুসাইন ১৯৫৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার রানীনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রি. তারিখে কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন। পেশাজীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বন্ধুবৎসল একজন কর্মকর্তা এবং সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এই কর্মকর্তার মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

মরহুম শাহজাদা হুসাইন এক কন্যা ও এক ছেলেসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিএইচবিএফসি পরিবারের পক্ষথেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, সদর দফতর, প্রশাসন বিভাগে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মো. নূরুল ইসলাম গত ১৬ নভেম্বর সোমবার বিকাল ৪:২০ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি জন্ডিস ও মুত্র থলিতে টিউমারসহ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। জনাব নূরুল ইসলাম ১৯৬২ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার ফুলকুচি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ১৯৮৯ সালের ২৮ মার্চ কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করেন।

মৃত্যুকালে মো. নূরুল ইসলামের বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে ও তিন ছেলেসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। বিএইচবিএফসি পরিবারের পক্ষ থেকে জনাব নূরুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পর্ষদ চেয়ারম্যান (উপবিষ্ট ঃ বাঁ থেকে যথাক্রমে ১ম ও ২য়)

গত ১২ অক্টোবর সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের এ অনুষ্ঠান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম. আসলাম আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার বিএইচবিএফসি'র পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষ পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্পোরেশনের সেবা বিতরণ ও ব্যবসায় সাফল্য নির্দেশক প্রতিটি সূচকে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত আছে। সর্বশেষ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে কর্পোরেশন ৮৮.১৭ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে। লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির এ সক্ষমতায় মন্ত্রণালয় সন্তোষ প্রকাশ করে।

অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে উন্নতির ধারা অব্যাহত

অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপ্তি ২০১৫

চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক সাফল্যের ধারা অব্যাহত আছে। এ অর্থবছরের অর্ধবার্ষিক (প্রভিশনাল) হিসাব সমাপ্তির কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। হিসাব সমাপ্তির এ রিপোর্ট থেকে ব্যবসায়িক অগ্রগতির এ তথ্য পাওয়া যায়।

এ সময় তহবিল স্বল্পতার কারণে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে পারফরমেন্স সন্তোষজনক হওয়ায় মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ছয় মাসে কর্পোরেশনের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ৯২.২৪ কোটি টাকা। ২০১৪ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালের অর্জনের সাথে ২০১৫ সালের একই সময়ের অর্জনের তুলনামূলক একটি চিত্র উপরোক্ত টেবিলে প্রদর্শন করা হলো।

(কোটি টাকায়)

সূচক	জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৪	জুলাই-ডিসেম্বর-*২০১৫	প্রবৃদ্ধির হার
ঋণ মঞ্জুরী	১৭৬.৫২	১৩৬.৩৩	(-) ২২.৭৭%
ঋণ বিতরণ	১৩০.৩৩	১০৭.১১	(-)১৭.৮২%
ঋণ আদায়	২২০.৭৬	২৩৬.৫২	৭.১৪%
শ্রেণীকৃত ঋণেরহার	৬.২৯%	৬.২৩%	০.৯৫%
ঋণের স্থিতি	৩০০৫.১৪	৩০০৮.৫৫	০.১১%
মুনাফা অর্জন	৮৭.৯১	৯২.২৪	৪.৯৩%

* প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ **ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **ড. দৌলতুন্নাহার খানম,** মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতি. দায়িত্ব)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি,সদর দফতর
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net
Web : www.bhbfc.gov.bd